তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬

(২০০৬ সালের ৩২ নং আইন)

[৮ অক্টোবর ২০০৬]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়দি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকালে প্রণীত আইন

যেহেতু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়দি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নির্মূল আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রীতিক

সংক্ষিপ্ত
শিরোনাম, প্রযোগ এবং প্রবন্ধ

১। (১) এই আইন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।
(২) সমস্ত বাংলাদেশ ইহার প্রযোগ হইবে।
(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপস্তী কিছু না থাকিলে, এই আইন-
(১) “ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর” অর্থ ইলেকট্রনিক আকারে কোন উপাত্ত, যাহা-
(ক) অন্য কোন ইলেকট্রনিক উপাত্তের সহিত সরাসরি বা যৌথভাবে সংযুক্ত; এবং
(খ) কোন ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের প্রমাণীকরণ নিম্নলিখিত শর্তাদি পূর্ণকরণ সম্পন্ন হয়-
(অ) যাহা স্বাক্ষরদাতার সহিত অনন্যকৃপ্ত সংযুক্ত হয়;
(আ) যাহা স্বাক্ষরদাতাকে সন্নাটককরণে সম্পন্ন হয়;
(ই) স্বাক্ষরদাতার নিয়মঃ অর্থাৎ যাহার স্বাক্ষর হয় ও এদের সন্নাটককরণ নিয়ম;
(ঈ) সংযুক্ত উপাত্তের সহিত এদের সম্পর্কিত মে. পরবর্তীতে উক্ত উপাত্তে কোন পরিবর্তন সন্নাটককরণে সম্পন্ন হয়;
(২) “ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট” অর্থ ধারা ৩৬ এর অধীন এসুকৃত কোন সার্টিফিকেট;
(৩) “ইলেকট্রনিক” অর্থ ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, মায়ানেটিক, আয়ারলেস,
অপটিকাল, ইলেক্ট্রনিক মেইল, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইলেক্ট্রনিক মেইল অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রেরিত কোন মিলাডি এবং তত্ত্বাকৃতি কোন দলিলাদি;

(১০) “উপাত্ত ব্যবহার” (data message) অর্থ ইলেক্ট্রনিক, অপটিকাল-সহ কোন ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত বিনিময়, ইলেক্ট্রনিক মেইল, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিকমপিগ, স্ট্যাম্পিজ (SMS) বা অন্যতম কোন প্রকাশ্য প্রকৌশলী সম্পর্কে সংশোধন প্রকাশ্য বা সংক্ষিপ্ত তথ্য;

(১১) “উপাত্ত ব্যবহার” (data message) অর্থ ইলেক্ট্রনিক, অপটিকাল-সহ কোন ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত বিনিময়, ইলেক্ট্রনিক মেইল, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিকমপিগ, স্ট্যাম্পিজ (SMS) বা অন্যতম কোন প্রকৌশলী সম্পর্কে সংশোধন প্রকাশ্য বা সংক্ষিপ্ত তথ্য;

(১২) “অয়বসাইট” অর্থ কম্পিউটার এবং অংব সার্টার সংশোধন ভূমিকা এবং তথ্যসমূহ যাহা ব্যবহারকারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহার বা অবলম্বন করিতে পারে;

(১৩) “কম্পিউটার” অর্থ কোন ইলেক্ট্রনিক, ম্যাগ্নেটিক, অপটিকাল বা তুলনীয় তথ্য প্রকৌশলী ল্যাট্যাক্টিক, কোন ইলেক্ট্রনিক, ম্যাগ্নেটিক বা অপটিকাল ইম্পালস ব্যবহার করিয়া যৌথিক, গৃহীত এবং স্থিরীক কার্যক্রম সম্পাদন করে, এবং কোন কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত এবং যাহাতে সকল
ইনপুট, আউটপুট, প্রক্রিয়াকরণ, সংক্রিয়া (storage), কম্পিউটার সফটওয়্যার বা যোগাযোগ সুবিধার্থে ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকে;

(14) “কম্পিউটার নেটওয়ার্ক” অর্থ এমন এক ধরনের আন্তঃসংযোগ যাহা স্যাটেলাইট, মাইলেজন, হোটেল, লাইন, অ্যাটারেল যুক্ত, অ্যাটেম আরিয়া নেটওয়ার্ক, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ইনফর্মেরেন্ড, আইএফএফ, ক্লাসহৃদ বা অন্য কোন যোগাযোগের মাধ্যম বা কোন বিনাশ্ব (terminal) যন্ত্রপাতি বা দুই বা ততাহিক কম্পিউটারের আন্তঃসংযোগ রহিয়াছে এমন কোন ক্ষেত্রে, যাহাতে আন্তঃসংযোগ নিঃসরণকারী সংরক্ষণ করা ইউক বা না ইউক, এর মাধ্যমে দুই বা ততাহিক কম্পিউটার বা ইন্টারনেটিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে;

(15) “চ্যারক” অর্থ যাহার নামে ইন্টারনেটিক স্থানক সার্টিফিকেট ইসু করা হয়;

(16) “চ্যারম্যান” অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিয়ূক্ত সাইবার আপনী ন্যূনতার চ্যারম্যান;

(17) “নেওয়াইনি কার্যবিধি” অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

(18) “প্রত্যাহিষ্টা” অর্থ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860);

(19) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(20) “নিরিক্ষণ স্বাক্ষর সৃষ্টিকারী যন্ত্র বা কোষল” অর্থ ধারা ১৭-তে বিন্যস্ত সর্বাধীন কোন স্বাক্ষর সৃষ্টিকারী যন্ত্র বা কোষল;

(21) “নির্দিষ্ট” বা “উপ-নির্দিষ্ট” বা “সর্বাধীন নির্দিষ্ট” অর্থ ধারা ১৮(১) এর অধীন নিয়ূক্ত নির্দিষ্ট, উপ-নির্দিষ্ট বা সর্বাধীন নির্দিষ্ট;

(22) “প্রেরক (addressee)” অর্থ উপাত্ত-বার্তার ক্ষেত্রে, প্রেরকের ইচ্ছানুসারে উপাত্ত-বার্তার ক্ষেত্রে বাত্তি, কিন্তু উপাত্ত-বার্তা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কর্মকর্তা কোন বাত্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(23) “প্রমাণীকরণ” অর্থ স্বাক্ষরদাতা সন্ন্যাসকরণে বা উপাত্ত-বার্তার শক্ততা নিরংকরণ ব্যবহৃত হয় এমন কোন প্রমাণ;

(24) “প্রেরক (orginator)” অর্থ কোন উপাত্ত-বার্তার ক্ষেত্রে, কোন উপাত্ত-বার্তা যুক্ত প্রেরক কোন বা সংক্রান্ত পূর্বে ব্যক্তিগত বাত্তি, কিন্তু উপাত্ত-বার্তার যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী বাত্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(25) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(26) “ফৌজদারী কার্যবিধি” অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(27) “বাত্তি” শব্দের অর্থতায় কোন প্রাকৃতিক স্বভাববিশিষ্ট একক বাত্তি, অংশীদারী কার্যকর, সম্মুখীন কোনাৈরী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সমষ্টি সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত.
(২৮) “বিচারক” অর্থ ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত সাইবার সিভিলিয়ানের বিচারক;

(২৯) ”বিবিধ” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৩০) “মাধ্যম” অর্থ কোন সুনির্দিষ্ট উপাত্ত-বার্তার ক্ষেত্র, কোন বাধ্য যিনি অন্য কোন বাধ্যির পক্ষে কোন উপাত্ত-বার্তা দ্বারা, ত্রুত্য অথবা সংরক্ষণ করেন বা উক্ত বার্তার বিয়েত অন্য কোন সেবা প্রদান করেন;

(৩১) “লাইসেন্স” অর্থ ধারা ২২ এর অধীন প্রদান লাইসেন্স;

(৩২) “সভায়ন সরবরাহকারী” অর্থ সার্চিনিটাইটে ইনস্যাক্রাই অথবা ইন্টারনেটের বাক্য স্বত্তিত অন্য কোন সেবা সরবরাহকারী বাক্য;

(৩৩) “সার্চিটেকেট সুবাহনকারী” অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন পরিষেবা ধারা ২২ এর অধীন ইন্টারনেটের বাক্য সার্চিটেকেট ইনস্ করিবার জন্য লাইসেনসবাধীত বাক্য বা কর্তৃপক্ষ;

(৩৪) “সাপ্তাহিক রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ” অর্থ প্রধানত্ত্ব দ্বারা নির্ধারিত সাপ্তাহিক রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ, যাতে ইন্টারনেটের বাক্য সার্চিটেকেট ইনস্যাক্রাই করিবার রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে;

(৩৫) “সরাসরি” অর্থ ধারা ২২ এর অধীন গঠিত সাইবার আপিলের সরাসরি;

(৩৬) “সাইবার অপারেন্ট” অর্থ সাইবার প্রশস্তকারী যত্ন বা কোষলর মাধ্যমে সাইবার প্রশস্তকারী বাক্য;

(৩৭) “সাইবার জাতীয় যন্ত্র” অর্থ সাইবার সংগ্রহকারী ব্যবস্থা সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার;

(৩৮) “সাইবার সুষ্ঠকারী যন্ত্র” অর্থ সাইবার সৃষ্টির উপায় যন্ত্রে ব্যবহৃত সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার;

(৩৯) “সাইবার আপিল” বা “আইবিবুলুনুলার” অর্থ ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত কোন সাইবার আপিলের সরাসরি সিভিলিয়ান;

(৪০) “সাইবার আপিলের” বা “সিভিলিয়ানে” অর্থ ধারা ৬২ এর অধীন গঠিত কোন সাইবার আপিলের সরাসরি সিভিলিয়ান।

আইনের প্রাধান্য

৩০ আপাতত বলবত্ত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানবাদী কার্যকর হইবে।

আইনের

৪। (১) যদি কোন বাধ্য বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন
(২) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশে অবস্থিত কোন কমিউটার, কমিউটারের সিলেট বা কমিউটারের নেতারাঠা সাধারণ বাংলাদেশের অভাবে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিস্তার এই আইনের বিধানাবলী এইসময় প্রয়োজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভাবে হইতে বাংলাদেশের বাহির এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিস্তার এই আইনের বিধানাবলী এইসময় প্রয়োজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেকট্রনিক রেকর্ড

ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর
দ্বারা ইলেকট্রনিক রেকর্ড সত্যায়ন

৬। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন শাস্ত্রী তাহার ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সংস্কৃতি করিয়া কোন ইলেকট্রনিক রেকর্ড সত্যায়ন করিতে পারিবেন।

(২) প্রথমতি নিরপেক্ষ পদ্ধতি বা স্বীকৃত স্বাক্ষর সূচককারী যক্তি বা কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক রেকর্ডের সত্যায়ন কার্যকর করিতে হইবে।

ইলেকট্রনিক রেকর্ডের আইনীন্দ্র্য উদ্ভূততা

৭। আপাততঃ বলবত্ত অন্য কোন আইন (কোন তথ্য বা অন্য কোন বিষয় হইতে), মূলের বা অন্য কোনভাবে লিখিত বা যুক্তি আকারে লিখিতত্বগত করিয়া তাহার শর্ত থাকিলে, উক্ত আইনের অনুপযুক্ত বিধান থাকা সত্ত্বেও উক্ত তথ্য বা বিষয় ইলেকট্রনিক বিন্যাসে লিখিতত্বকরা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত তথ্য বা বিষয়ের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে, যাহাতে উহা বর্তমান হিসাবে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যায়।

ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের আইনীন্দ্র্য উদ্ভূততা

৮। আপাততঃ বলবত্ত অন্য কোন আইন (এই যথাযথ কোন বিধান না হইতে) তাহার (ক) কোন তথ্য বা অন্য কোন বিষয় স্বাক্ষর সংস্কৃতি (affix) করিয়া সত্যায়ন করিতে হইবে; বা;
(২) কোন দলিল কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষর করিয়া সত্যায়ন করিতে হইবে;

তাহা হইলে, উক্ত আইনের অনুপযূক্ত বিধান থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সংস্কৃতি করিয়া উক্ত তথ্য বা বিষয় বা, ক্ষেত্রেতে, উক্ত দলিল সত্যায়ন করা যাইবে।
সরকারী অফিস, ইত্যাদিতে
ইন্টারনেটিক (রেকর্ড
এবং ইন্টারনেটিক
ব্যবহারের ব্যবহার
রকড)

৮। (১) আপতত্ত্ব বলবত্ত অন্য কোন আইন যদি এই ধরনের কোন বিধান বা তত্ত্ব থাকে তবে,-

(ক) কোন সরকারী অফিস, সংবিধানের সম্প্রতি সংস্থা, বা সরকারের মাধ্যমে বা
নিয়ন্ত্রণের কোন কর্তব্যপর্যালোচনা দ্বারা সংস্থার কোন ফরম, আবেদন বা অন্য কোন দলিল
কোন বিষয়ে পদ্ধতিতে দামিয়ে করিতে হবে;

(খ) কোন লাইসেন্স, পারমিট, মূল্য, অনুমোদন বা আদেশ, যেই নামেই অতিহিত
হউক না কেন, কোন বিষয়ে পদ্ধতিতে ইমু বা মঞ্জর করিতে হবে;

(গ) অর্থ লন্দনে কোন বিষয়ে পদ্ধতিতে করিতে হবে;

(হ) এই ধরনের উদ্দেশ্যে পূর্ণকরণ, ইন্টারনেটিক রেকর্ড দাখিল, ব্যপার বা ইমু করণ জন্য প্রদত্ত ফিস বা চার্জ ব্যবহার পদ্ধতি বিধি
দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ইন্টারনেটিক (রেকর্ড
সংরক্ষণ
রকড)

৯। (১) আপতত্ত্ব বলবত্ত অন্য কোন আইন নির্দিষ্ট
সমাজের সরকারী সংস্থাধী সরকারী সংক্ষেপের কর্তব্যের
কর্তব্য অনুসারে কোন বিধান বা তত্ত্ব থাকিলে, কোন দলিল, রেকর্ড বা
তথ্য, নিয়ন্ত্রণ কর্তব্য পূর্ণ সাধারণের, ইন্টারনেটিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যাইবে,
যদি—

(ক) প্রবণ অনুষ্ঠানে উক্ত সংরক্ষিত তথ্য অভিগমন থাকিতে হইবে তাহাতে উহা
বর্ত হিসাবে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যায়;

(খ) এই রীতি ও পদ্ধতিতে ইন্টারনেটিক রেকর্ড প্রথম সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠিত বা গৃহীত হইয়াছে বা
এমন রীতি ও পদ্ধতি যাহা নির্ভরের উক্ত তথ্য মেইন্টে সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠিত বা গৃহীত
হইয়াছিল তা প্রদর্শন কর সেই রীতি ও পদ্ধতিতে উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(গ) ইন্টারনেটিক রেকর্ডের উৎস ও গত্যান্তরিত করা যায় এমন তথ্য, যদি থাকে, উহার
প্রতি বা প্রতির তথ্য ও সম্পর্কের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে;

তবে তথ্য থাকে যে, কেবল ইন্টারনেটিক রেকর্ড ব্যবহার ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে
উপ্লব্ধ কোন তথ্যের ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার কোন কিছুই প্রায়োজন হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত শর্তে প্রতিষ্ঠান সাধারণের, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যাপার
সূচের গৃহন করিয়া উক্ত উপ-ধারার আধীন কার্যসম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৩) আপতত্ত্ব বলবত্ত অন্য কোন আইনের বিধৃত পদ্ধতিতে কোন দলিল, রেকর্ড বা
তথ্য সংরক্ষণ করিবার সুস্পষ্ট বিধান থাকিলে, উহা বিধানের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন
কিছুই প্রায়োজন হইবে না।
ইন্টেল্যুকিন গেজেট

১০। আপাততঃ বলবতু অন্য কোন আইনে যদি এই ধর্ম কোন বিধান বা শর্ত থাকে যে, কোন আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন উল্লেখিত কোন বিধি, প্রবিধান, আদেশ, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোন বিষয় সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিত হইবে, তাহা হইলে উক্ত আইন, বিধি, প্রবিধান, আদেশ, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোন বিষয় সরকারী গেজেট এবং তদতিরিক্ত ঐতিহ্যকভাবে ইন্টেল্যুকিন গেজেটও প্রকাশ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আইন, বিধি, প্রবিধান, আদেশ, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোন বিষয় সরকারী গেজেট অথবা ইন্টেল্যুকিন গেজেট প্রকাশিত হইলে, উহা যেইভাবে প্রকাশিত হউক না কেন, উহার প্রথম প্রকাশিত হইবার তারিখ উক্ত গেজেট প্রকাশের তারিখে হিসাবে গণ্য হইবে।

ইন্টেল্যুকিন গেজেট

১১। এই আইনের কোন কিছুই সরকারের কোন মদ্দের অজ্ঞাত অথবা কোন আইনের অধীন হুই কোন সংবিধান সংজ্ঞা বা কর্ত্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক নিয়ত বা সরকারী আদেশ প্রতিষ্ঠিত কোন কর্ত্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে ইন্টেল্যুকিন গেজেট প্রকাশিত হোক দলিন গ্রহণ, ইস্যু, প্রস্তুত, সংরক্ষণ বা ইন্টেল্যুকিন বিন্যাসে যে কোন আইনের আধিক লেনদেন করিত বাধা করিবে না।

ইন্টেল্যুকিন স্বাক্ষর

বিষয় বিধি

প্রণয়ন

১২। এই আইনের উদ্ধৃত এরূপ পূর্ণকল্প, সরকার, সরকারী গেজেট এবং তদতিরিক্ত ঐতিহ্যকভাবে ইন্টেল্যুকিন গেজেট প্রকাশন দ্বারা, নিরসনিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) ইন্টেল্যুকিন স্বাক্ষরের ধরণ;

(খ) ইন্টেল্যুকিন স্বাক্ষরের সংপূর্ক করিবার রীতি ও পদ্ধতি;

(গ) ইন্টেল্যুকিন স্বাক্ষরের সংপূর্ক করিবার ব্যক্তির পরিচয় সনাতকরাণের পদ্ধতি ও প্রক্রয়া;

(ঘ) ইন্টেল্যুকিন পদ্ধতিতে রক্ষত সংরক্ষণ এবং আধিক লেনদেন বিষয়ের পর্যাপ্ত নিরসন ও গোপনীয়তা নিরসনকরণের উদ্ধৃতোত্তর উপায়ে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও কার্যরতিতার;

(ড) ইন্টেল্যুকিন স্বাক্ষরের আইনুলুপ্ততার কার্যকর করিবার উদ্ধৃতোত্তর প্রায়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

৩৫

তৃতীয় অধ্যায়

ইন্টেল্যুকিন রেকর্ডের স্বীকৃতি, প্রাপ্তি স্বীকার ও প্রেরণ

স্বীকৃতি

১৩। (১রা) কোন প্রেরক স্বায় কোন ইন্টেল্যুকিন রেকর্ড প্রেরণ করিয়া থাকিলে উক্ত রেকর্ডটি প্রেরকের হইবে।

bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=950
(২) ব্রেক এবং ল্যাওর মধ্যে কোন ইন্ট্রসিয়ামিক রেকর্ড (ব্রেকের বিলয়া গণ্য হইবে, যদি উহা-

(৩) ব্রেকের পক্ষে উক্ত ইন্ট্রসিয়ামিক রেকর্ড বিষয়ে কাজ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের কোন বাতিত কর্তৃক প্রণীত হয়; বা

(৪) ব্রেক বা ব্রেকের পক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার জন্য প্রাপ্তাত্মক কোন তথ্য (ব্রেক কোজলের মাধ্যমে প্রণীত করা হয়)

(৫) ব্রেক এবং ল্যাওর মধ্যে, কোন ল্যাওক কোন ইন্ট্রসিয়ামিক রেকর্ডকে উক্ত ব্রেককারী কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে বিলয়ান্ত তদনুর্ভাতী ব্যবস্থা হৃষণ করিতে পারিবেন, যদি-

(৬) ইন্ট্রসিয়ামিক রেকর্ডটি ব্রেকের কি না উহা নিষ্পত্ত হইবার জন্য প্রাপ্তক, তাহীতে ব্রেক কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্য পূর্বে প্রস্তুত পদ্ধতিতে যথাযথ ব্যবস্থা বা অন্য কোন কার্যকর প্রণীত করা থাকিবেন; বা

(৭) ল্যাওক কর্তৃক প্রণীত তথ্য যেমন কোন উক্তি গৃহীত ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে

(৯) উপ ধারা (৩) এর বিধান নির্ণিত স্থলে প্রায়োজন হইবে না-

(১) উপ ধারা (৩) এর দফা (খ) এ উল্লেখিত স্থলে, প্রায়োজনীয় সাধারণতা অবলম্বন বা পূর্ব প্রস্তুত পদ্ধতি ব্যবহার করিতে যে সময় হইতে প্রাপ্তক অবগত হইয়াছেন বা

(২) ব্রেকের উদ্দেশ্য হইল সকলেরই নেহ কাজ সম্পন্ন করিতে প্রেরণ করিতে প্রাপ্তকের জন্য একাংশিক এতোতেক হইয়া থাকে।

(৩) ব্রেক মধ্যে সুচারূর তার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রাপ্তি ইন্ট্রসিয়ামিক রেকর্ডটি ব্রেকের নাম

(৪) ব্রেকের মধ্যে এখানে প্রচারণ করিতে কোন কার্যকর প্রাপ্তকের জন্য একাংশিক এতোতেক হইয়া থাকে।

(৫) ব্রেককের গণ্য হইয়া থাকে বা ব্রেকের বিলয়া গণ্য হইয়া থাকে বা প্রাপ্ত উক্ত গণ্য ব্যবস্থার প্রতিটি প্রাপ্তি হইতে প্রাপ্তক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বিলয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে প্রাপ্তক কার্যকর প্রণীত করণকে পারিবেন।
রহিয়াছে, তাহা হইলে উভয় পক্ষে প্রস্তুতি করা প্রাপ্তকরণের উদ্দেশ্যে ছিল সেইভাবেই প্রাপ্তকরণ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাহী না।

(৭) প্রাপ্তকরণ প্রস্তুত ইন্টারনেটিক রেকর্ডকে একটি স্বতন্ত্র ইন্টারনেটিক রেকর্ড হিসাবে বিবেচনাকৃত উভয় পক্ষে নিযুক্তি করার সম্পর্কে তাহার পাঠকের পাঠকের ক্ষেত্রে প্রায়াস হইবে না, যথা:-

(ক) প্রাপ্তকরণ কর্তৃক প্রস্তুতই অন্য ইন্টারনেটিক রেকর্ডের প্রতিলিপি; এবং

(খ) ইন্টারনেটিক রেকর্ডটি যে একটি প্রতিলিপি এই সংস্করণে প্রাপ্তকরণ পূর্বে হইতেই জাত ছিলেন বা যুক্তি সংগঠন সত্ত্বাতে অবলম্বন বা সীকার পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া তাহার জন্য উচিত ছিল যে, ইন্টারনেটিক রেকর্ডটি একটি প্রতিলিপি।

প্রায়িণ মূল্য

১৪। (১) যেহেতু কোন ইন্টারনেটিক রেকর্ড প্রেরণের সময় বা উভয় পক্ষের পূর্বে বা উক্ত ইন্টারনেটিক রেকর্ডের মাধ্যমে প্রকরণ কর্তৃক প্রাপ্তকরণকে অনুমোদ্ধ করণ করা হইয়াছে বা প্রাপ্তকরণের পরিত্যাজ্য প্রতিলিপি প্রকরণ হইয়াছে যে, প্রাপ্তকরণ কর্তৃক ইন্টারনেটিক রেকর্ড প্রায়িণ বিষয়ে প্রাপ্ত সীকার করিতে হইবে, সীকায় উপ-ধারা (২), (৩) (৪) এর বিধানসমূহ প্রায়াস হইবে।

(২) প্রকরণ ও প্রাপ্তকরণ কোন বিশেষ স্থান বা পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সীকার করা হইবে মাত্র পূর্বে সম্প্রতি না হইলে, নিযুক্তি পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সীকার করা যাবে।

(ক) প্রাপ্তকরণ কর্তৃক বিস্তারিত বা অন্য কোন পাঠকের যোগাযোগের মাধ্যমে; বা

(খ) প্রাপ্তকরণ এমন কোন কর্মকাণ্ড যায় অথবা প্রকরণের নিকট প্রতীক্ষিত হয় যে, ইন্টারনেটিক রেকর্ডটি প্রাপ্তকরণ পাইয়াছেন।

(৩) কোন ইন্টারনেটিক রেকর্ড প্রায়িণ বিষয়ে প্রকরণ কর্তৃক প্রাপ্ত সীকারের শর্ত আরোপ করা হইলে, উক্ত শর্তগুলিই প্রাপ্তকরণ কর্তৃক প্রাপ্ত সীকারের না করা প্রয়োজন প্রকরণ কর্তৃক উক্ত ইন্টারনেটিক রেকর্ডে লাগানো প্রতিলিপি হইতেই বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৪) প্রকরণ কর্তৃক কোন ইন্টারনেটিক রেকর্ড প্রায়িণ বিষয়ে প্রাপ্ত সীকারের কোন শর্ত আরোপ না করা হইলে এবং প্রকরণ কর্তৃক নিদিষ্ট বা স্থিরীকৃত সময়ের মধ্যে প্রকরণ সীকার প্রায়িণ না হইলে, বা অন্যহেতু কোন শর্তগুলি নিদিষ্ট বা স্থিরীকৃত না থাকিলে, প্রকরণ মুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে,-

(ক) প্রাপ্ত সীকারের করণ না দিয়া শীর্ষক প্রকরণ নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং উক্ত নোটিশে প্রাপ্ত সীকারের বিষয়ে মুক্তিসংগত সময়ের আয়োজন বাধ্যলগ্য; এবং

(খ) যদি (ক) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে প্রাপ্ত সীকার করা না হইলে, প্রকরণ, প্রকরণের নোটিশ প্রদান সাপ্তাহিক, উক্ত ইন্টারনেটিক রেকর্ডটি কখনও প্রকরণ করা হয় না বলিয়া গণ্য করিতে পারিবেন।

(৫) যেহেতু প্রকরণ প্রকরণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সীকার প্রায়িণ হন, সীকায়ে ঐহা
অনুমান করিত হইবে যে, সংশ্লিষ্ট ইলেন্টিক রকর্ডটি শ্রমিক শ্রাপ্তি হইয়াছেন, তবে উহার দ্বারা এইরূপ অনুমান করা যাইবে না যে, ইলেন্টিক রকর্ডের বিষয়বস্তু শ্রাপ্তি রকর্ডের অনুরূপ।

(৬) সংশ্লিষ্ট কোন শ্রমিক দীকারে উল্লেখ থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ইলেন্টিক রকর্ডে সম্যক অথবা দ্রষ্টাব্দ মাননদের প্রমূয়কতিগত আবশ্যকতা পূরণ করা হইযাছে, সংশ্লিষ্ট ইহা অনুমান করিত হইবে যে, উক্ত আবশ্যকতা পূরণকারী উহা রেনর করা হইযাছিল।

ইলেন্টিক রকর্ড

প্রেরণ ও গ্রহণের

সময় এবং স্থান

১৫। (১) শ্রমিক এবং শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে সময় না হইলে,-

(ক) কোন ইলেন্টিক রকর্ড প্রেরক যদি নির্দিষ্ট বহিঃপত্তি কোন কম্পিউটার বা ইলেন্টিক যন্ত্র যা কোশলে প্রায়বিরোধিত সংস্থার সাথে সংলগ্ন উক্ত রকর্ড যন্ত্রের সময় গণনা করা হইবে;

(খ) কোন ইলেন্টিক রকর্ড শ্রমিকের সময় নির্দিষ্টতরূপে নিধরিত হইবে, যথাঃ-

(া) ইলেন্টিক রকর্ড বিভাগ দ্বারা উদ্দেশ্য শ্রমিক কর্তৃক কোন ইলেন্টিক যন্ত্র বা কোশল নির্দিষ্ট বা রকর্ডটি উপযুক্ত করিবার ক্ষেত্রে,-

(১) ইলেন্টিক রকর্ডটি যে সময়ে উক্ত নির্ধারিত ইলেন্টিক যন্ত্র বা কোশল প্রস্তুত করে; বা

(২) ইলেন্টিক রকর্ডটি শ্রমিক নির্দিষ্ট ইলেন্টিক যন্ত্র বা কোশলে বাচিত অন্যা কোন অনিধায়িত যন্ত্র বা কোশল বা কম্পিউটার উৎস প্রস্তুত করা হইলে, শ্রমিক

বা

কর্তৃক যে সময়ে উক্ত রকর্ড উপযুক্ত করা হয়; যথাঃ

(আ) যদি শ্রমিক সুনিধিত্ত সম্পূর্ণ তথ্য যাতে, যদি থাকে, কোন ইলেন্টিক কোশল নির্দিষ্ট না করিতে থাকেন, তাহা হইলে ইলেন্টিক রকর্ডটি শ্রমিকের কম্পিউটার উৎস প্রস্তুত করিবার সময়।

(গ) কোন ইলেন্টিক রকর্ড প্রেরক কর্তৃক প্রেরণ ক্ষেত্রে, উহা তাহার ব্যবসায়ের স্থান হইতে প্রেরণ করা হইযাছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত রকর্ড প্রাপ্ত কর্তৃক পৃথিয়ত হইবার ক্ষেত্রে উহা তাহার ব্যবসায়ের স্থানে পৃথিয়ত হইযাছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) ইলেন্টিক যন্ত্র বা কোশল বা কম্পিউটার উৎসের স্থান উপ-ধারা (১)(গ) এর

অধীন ইলেন্টিক রকর্ড পৃথিয়ত বলিয়া গণ্য হইবার স্থান হইতে জিন হওয়া সাধারণ উপ-

ধারা (১)(খ) এর বিধান প্রয়োজন হইবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকারী,-

(ক) শ্রমিক বা শ্রমিকের ব্যবসায়ের স্থান একাধিক ইহাবার ক্ষেত্রে, তাহাদের বিধান

ব্যবসায়ের স্থানে ব্যবসায়ের স্থান হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) শ্রমিক বা শ্রমিকের কোন ব্যবসায়ের স্থান না থাকিবার ক্ষেত্রে, তাহাদের সচরাচর

বসবাসের স্থানই তাহাদের ব্যবসায়ের স্থান হিসাবে গণ্য হইবে।
বাধ্যেন কোন সংবিধানিত সংস্থা বা নিগমিত সংস্থার ক্ষেত্রে, “ধ্বনি ব্যবসায়ের স্থান”, বা “সচরাচর বসবাসের স্থান” অর্থে উহার নিয়ন্ত্রকরণের ঠিকানাকে বুঝাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
নিরাপদ ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও নিরাপদ ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর

নিরাপদ  ইলেকট্রনিক রেকর্ড

১৬। যদি কোন নিদিষ্ট সময়ে কোন ইলেকট্রনিক রেকর্ডের জন্য কোন নিরাপদ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তাহা ইন্দে উক্ত রেকর্ডটি উক্ত সময় হইতে যাচাই করার সময় পর্যন্ত নিরাপদ ইলেকট্রনিক রেকর্ড ব্যবহার করা গণ্য হইবে।

নিরাপদ  ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর

১৭। (১) সংক্ষেপে পাপনের সময়েতে কোন নিরাপদ ব্যবস্থা ধ্বনির মাধ্যমে যদি যাচাই করা যায় যে, ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সংযুক্ত করিবার সময়-

(ক) উহা সংযুক্তকারীর একাদিনে নিজস্ব ছিল;

(খ) সংযুক্তকারী সনাচার করিবার সময় ছিল; এবং

(গ) উহা তৈরির পদ্ধতি বা ব্যবহারের উপর সংযুক্তকারীর এক্ষণে নিয়ন্ত্রণ ছিল;

তাহা ইন্দে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর একটি নিরাপদ ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরটি অকার্যকর হওয়ার গণ্য হইবে যদি ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের সাহিত সংপর্কিত ইলেকট্রনিক রেকর্ডটির কোন ক্রম পরিবর্তন সাধন করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়
নিয়ন্ত্রক ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

নিয়ন্ত্রক ও অন্যান্য কর্মকর্তা, ইত্যাদি

১৮। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকালে, সরকার, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকারী গোষ্ঠী এবং সর্বকল্পিত ঐচ্ছিকভাবে ইলেকট্রনিক গোষ্ঠী প্রকাশনা দ্বারা, প্রকাশনা নির্দেশিত শর্ত সাপেক্ষে, একজন নিয়ন্ত্রক এবং ঘোষণার সাহায্য উপ-নিয়ন্ত্রক ও সরকারী নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করিবে।

তবে শর্ত থাকা যে, উক্ত ক্রম প্রকাশনার মেয়াদ প্রকাশনা জারির তারিখ হইতে এক বৎসরের অধিক হইলে না।]

নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

১৯। নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রিত সকল বা যে কোন কার্য-সম্পাদন করিবেন, যথাঃ-

(ক) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান;

(খ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় মানদণ্ড নির্দেশঃ;

bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=950
(গ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ;
(ঘ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্য পরিচালনার দায়বদ্ধতা নির্ধারণ;
(ঙ) ইন্টারন্যুক্ত স্বাক্ষর প্রতাপের বিষয়ে ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ লিখিত, যাপানে অথবা দূরপায়ে কোন বিজ্ঞাপন অন্তর্ভুক্ত বিষয়টি নির্ধারণ;
(চ) ইন্টারন্যুক্ত স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ফরম ও উত্তরে অন্তর্ভুক্ত বিষয়টি নির্ধারণ;
(ছ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব সংরক্ষণের স্থায়িত্ব ও পদ্ধতি নির্ধারণ;
(জ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিরীক্ষক নিয়োগের সাধারণ এবং তাহাদের সম্বন্ধ নির্ধারণ;
(ঝ) কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে একাধিক বা অন্য কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে সহিত যোথিতে ইন্টারন্যুক্ত সিটিংগ স্বাপনের মূলধার প্রদান এবং উক্ত সিটিংগ পরিচালনার দায়িত্ব নির্ধারণ;
(ঞ) কার্য পরিচালনা বিষয়ে যাহকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের আচরণ বিধি নির্ধারণ;
(ট) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও আইনের মধ্যকার স্বাধীন বিরোধ নিরস্তর;
(ঠ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্তৃক ও দায়িত্ব নির্ধারণ;
(ড) কমিউনিটারিয়াল উপাদ-তাত্ত্বিক সংরক্ষণ, যাহবত;
(ঙ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত তথ্যবাহী প্রতীক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকের সরকারী অন্তর্ভুক্ত থাকবে; এবং
(আ) জনগণের প্রবেশাধিকারের নিষ্পত্তি থাকবে;
(ত) এই আইন বা তদানীন্তন নির্দিষ্ট বিধির অধীন অন্য কোন কার্য-সম্পাদন।

বিদেশী সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি

২০। (১) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত স্বর্ণ সাপ্তাহিক সরকারের সূচনামূলক এবং সরকারী গ্যাজেট ও তন্ত্রিকতা বৈধকর্তার ইন্টারন্যুক্ত গ্যাজেট প্রকাশিত ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিদেশী কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে এই আইনের অধীন যেকোনো সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বিদেশী কর্তৃপক্ষকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত, উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইন্টারন্যুক্ত ইন্টারন্যুক্ত স্বাক্ষর সার্টিফিকেট এই আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বৈধ হইবে।
(৩) নিয়ন্ত্রক যদি এই মার্গ সম্প্রতি হয় যে, কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের
ধারা (১) এর অধীন আরামিতে যে শারীর অধীন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে উহার কোন শর্ত লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সরকারী গোষ্ঠী এবং তদতিলিকু ঐতিহাসিকভাবে ইলেকট্রনিক গোষ্ঠী প্রকাশিত রাষ্ট্রীয় দ্বারা, উক্ত কর্তৃপক্ষের ব্যবধানে স্বীকৃতি বাতিল করিতে পারিবেন।

নিয়ন্ত্রকের  
সংরক্ষণাধার 
(repository)  
হিসাবে দায়িত্ব 
পালন

(১) নিয়ন্ত্রক এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত সকল ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের সংরক্ষণাধার হইবেন।

(২) নিয়ন্ত্রক সকল ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের গোষ্ঠীন্ততা ও নিরাপত্তা নিষ্ঠুর করিবেন,  
এবং তজন্য তিনি এমন হার্ডওয়ার, সফটওয়ার এবং অন্য কোন নিরাপদ পদ্ধতি 
ব্যবহার করিবেন যাতে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরের অপহরণ ও উহাতে অবাক্তি প্রবেশ 
রোধ করা যায় এবং একটি নির্ধারিত পরামর্শ অনুসরণ করিবেন。

ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর 
সার্টিফিকেট ইস্যুর 
জন্য লাইসেন্স

(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, যে কোন ব্যক্তি ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর 
সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করিতে 
পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লাইসেন্স ইস্যু করা যাইবে না, যদি আবেদনকারীর 
নির্ধারিত যোগ্যতা, দক্ষতা, জনবল, আইনিক সংস্থা এবং ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর 
সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে যাদের জন্য নির্ধারিত অন্যান্য রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোগত 
সুবিধাগুলি না থাকে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স-

(ক) নির্ধারিত যোগ্য পর্যায়ের অধিকের;

(খ) নির্ধারিত সর্বাধিক প্রতিপালন সাপেক্ষে ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং

(গ) উত্তরাধিকার ধারায় অর্জন বা অন্য কোনভাবে হাতেদানো হইবে না।

লাইসেন্সের জন্য 
আবেদন

(১) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (৬) এর অধীন প্রতিটি আবেদনের সহিত নির্দেশিত দলিল ও কোংজুন্ট সংযোজন করিতে হইবে।

(ক) প্রত্যান্তর প্রদান বিষয়ে অনুসরণীয় রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ (Certification 
practice statement);

(খ) আবেদনকারীর পরিচয় নির্ধারণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র;

(গ) নির্ধারিত ফিজ জমানতের প্রমাণপত্র:
লাইসেন্স নবায়ন

২৪। এই আইনের অধীন ইংরেজি সংস্করণ লাইসেন্স নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফিস প্রদান সাপেক্ষে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নবায়নযোগ্য হইবে।

লাইসেন্স প্রাপ্ত বা অগ্রায়া করিবার প্রক্রিয়া

২৫। ধারা ২২(১) এর অধীন আবেদনপ্রাপ্তির পর নিয়মক উক্ত আবেদনের সহিত সংযুক্ত তথ্য, দলিলদাতা ও কাগজপত্র এবং তদক্ষেত্র যথাযথ বলিয়া বিবেচিত অন্য যে কোন বিষয় বিচারনামাক্রমে লাইসেন্স প্রাপ্ত বা কোন আবেদন বাতিল বা নামকৃত করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারীকে সৃষ্টিকর্তার মূলসংগত সুযোগ না দিয়া কোন আবেদন বাতিল বা নামকৃত করা যাইবে না।

লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণ

২৬। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নিয়মক যে কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই যথার্থ সম্ভব হন যে, সার্টিফিকেট প্রদানকারীর কর্তৃপক্ষ-

(ক) লাইসেন্স ইসূত্ব বা নবায়ন করিবার বিষয়ে ত্বরা বা অস্থায়ী তথ্য প্রদান করিয়াছে;

(খ) লাইসেন্স শর্তবদ্ধ প্লানে বার্থা হইয়াছে;

(গ) ধারা ২১ (২) এর অধীন নির্ধারিত মানদণ্ড বজায় রাখিতে বার্থা হইয়াছে;

(ঘ) এই আইন বা তদানীন্তন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা আদেশের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লাইসেন্স বাতিলের বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শাবার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীন কোন লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

(৩) নিয়মকের যদি বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লাইসেন্স বাতিলের কারণ উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি আদেশ দ্বারা, তদক্ষেত্র নির্দেশিত তদ্ব্যতি সম্প্রসার হওয়া পর্যন্ত উক্ত লাইসেন্স সামর্থ্যকাতার স্থগিত করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন লাইসেন্স সামর্থ্যমূলক স্থগিত আদেশের বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শায়ের যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন লাইসেন্স ১৪ (চৌদ্দ) দিনের অধিক মেয়াদের জন্য সামর্থ্যকাতার স্থগিত করা যাইবে না।

(৫) এই ধারার অধীন কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স
লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতের নোটিশ

২৭. (১) কোন সার্টিফিকেট ব্রাদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হলে, নিয়মক তদকর্তা সংরক্ষিত উপাধি-তালিকা উক্ত বাতিল বা, ক্ষেত্র, সাময়িক স্থগিত আদেশের নোটিশ প্রকাশ করবেন।

(২) একাধিক সংরক্ষণাধার ধারাবাহিক ক্ষেত্রে, বাতিল বা, ক্ষেত্র, সাময়িকভাবে স্থগিত আদেশের নোটিশ উক্ত সকল সংরক্ষণাধারে প্রকাশ করতে হইবে।

ক্ষমতা অর্পণ

২৮। নিয়মক এই আইনের অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা লিখিতভাবে উপ-নিয়মক, সহকারী নিয়মক বা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোন কর্মকর্তা অর্পণ করতে পারিবেন।

তদন্তের ক্ষমতা

২৯। (১) নিয়মক বা তদকর্তা এমন এক তথ্যের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন কর্মকর্তা এই আইন বা তদধীন প্রশিদ্ধ বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান লংঘনের তদন্ত করতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূর্ণকর্ম, নিষ্কর্ষিত বিষয়, নিয়ন্ত্রক বা উক্ত কর্মকর্তা দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া পারিবেন, যথাঃ

(ক) উদ্ধারন এবং পরিদর্শন;

(খ) কোন বাতিল উপস্থিতি নিষ্পত্তি করা এবং তাহার শপথের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করাও;

(গ) কোন দলিল উপস্থাপন রাখা করা; এবং

(ঘ) কমিশনে কোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ বা পরীক্ষা করাও।

কমিটিটার এবং
উপাধি ধারণকৃত
উপাধি প্রদান

৩০। (১) ধারা ৪৫ এর বিধান দুর্বল না করিয়া, রিয়ন্ত্রক বা তাহার নিয়ন্ত্রক হইতে ক্ষমতাহীন কোন বাতিলর যদি যুক্তিসংপৃক্ত করণে এই আইন বা তদধীন প্রশিদ্ধ বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান লংঘন হইতেছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহা ইহলে তত্তত কর্মকর্তা স্বার্থ তিনি কোন কমিটিটার সিদ্ধান্ত ধারণকৃত বা প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য বা উপাধি সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত কমিটিটার সিদ্ধান্ত বা কোন যথেষ্টসম্পত্তি বা উপাধি বা উক্ত
সিস্টেমের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূর্ণকল্পে, নিয়মক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাধীন কোন ব্যক্তি, আদেশ দ্বারা, কোন কম্পিউটার সিস্টেম, যন্ত্রপাতি, উপাত্ত বা বিষয়বস্তুর পরিচালনা বা তত্ত্বাবধানকারী বাচ্চক প্রায়োজনীয় বা কোন ব্যক্তিগণের এবং অন্যদের সহযোগিতা প্রদান করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন নির্দেশ প্রদান করা হইলে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশানুসারে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

কাশীতিয় বিষয়
সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ
অনুসরণীয় বিধান

৩১। প্রত্যেক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) অনিয়মিত প্রবেশ ও অপব্যবহার রোধের উদ্দেশ্যে নিরাপদ হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং যথাযথ প্রক্রিয়া ব্যবহার করিবে;

(খ) এই আইনের অধীন কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রায়োজনীয় মানের নির্ভরযোগ্য প্রবেশ করিবে;

(গ) ইন্টারনেট ক্ষেত্রের প্রশ্নগুলি এবং একাত্তর নিষিদ্ধ করিবার জন্য যথাযথ নির্দেশতা পদ্ধতি অনুসরণ করিবে; এবং

(ঘ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য মানদণ্ড অনুসরণ করিবে।

সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ
আইন, ইত্যাদি, প্রতিপালন নিষিদ্ধকরণ

৩২। প্রত্যেক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তদকর্তৃক নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনের অধীন হইতে কর্মসম্পাদন ও দায়িত্ব পালনকালে এই আইন বা তদধীন সম্পূর্ণ বিধি বা প্রবিধানের বিধানসমূহের প্রতিপালন নিষিদ্ধ করিবে।

লাইসেস্ট প্রদর্শন

৩৩। প্রত্যেক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উহার ব্যবসায় পরিচালনার স্থানের কোন প্রকারী স্থানের উহার লাইসেস্ট সংশ্লিষ্ট সকলের অবলম্বনের জন্য প্রদর্শন করিবে।

লাইসেস্ট সমর্পণ

৩৪। এই আইনের অধীন কোন লাইসেস্ট বাতিল বা, ক্ষেত্রত, স্থির করা হইলে উক্ত বাতিল বা, ক্ষেত্রত, স্থিরতার পর অন্তরিমতে সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত লাইসেস্ট নিয়োজনের নিকট সমর্পণ করিবে।

কাশীতিয় বিষয়
প্রকাশ করা

৩৫। (১) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিষিদ্ধকরিত বিষয়গুলি প্রকাশ করিবে, যথায়-
(ক) অন্য ইলেট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বেধ করিবার জন্য সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত ইলেট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট;

(খ) সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে অনুসরণ রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ;

(গ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট বাতিল বা স্থগিতের নোটিশ, যদি থাকে; এবং

(ঘ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট বিবাদসম্বলনের বিষয়ে উভয় দৃষ্টে প্রদানের সাধারণ সম্পর্কে বিবরণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে এমন অন্য কোন তথ্য ।

(২) যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে বা এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাহাতে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রত্যয়মান হয় যে, উক্ত কর্তৃপক্ষের কর্মস্থলের স্থানের বিবাদসম্বলনের বিবর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বা উক্ত কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স ইলেট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের স্বত্বের ব্যতে ঘটিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষের উক্ত ঘটনার কারণে সৃষ্টি হইতে পারে এমন সকল বাতিলকে অবহিত করিবার ধ্রুবস্থির রীতি প্রদানকারী উক্ত পরিস্থিতির মাধ্যমে তাহা সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য অনুসৃত রীতি ও পদ্ধতির আলোকে ধ্রুবস্থির হ্রণ করিবে।

সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ

৩৬২ নির্দেশিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিষিদ্ধ হইলে, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কোন সত্ত্বা লাইসেন্সকে সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আবেদনকারী গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করা হইয়াছে কি না;

(খ) আবেদনকারী গ্রাহকের পরিচয় সম্পর্কে নিষিদ্ধ হওয়ার উত্তর বিষয়ে অনুসরণীয় রীতি ও পদ্ধতি প্রতিপালিত হইয়াছে কি না;

(গ) আবেদনকারী গ্রাহক ইস্যুত্ত্বার সার্টিফিকেটের জন্য একজন তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কি না;

(ঘ) ইস্যুত্ত্বার সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনকারী গ্রাহক প্রদান করা তথ্য সঠিক আছে কি না; এবং

(স) সার্টিফিকেট ইস্যু করিবার জন্য নির্ধারিত ফিস উক্ত গ্রাহক কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে কি না।

সার্টিফিকেট প্রদানকারী

৩৭২ (১) সার্টিফিকেট বর্ণিত ইলেট্রনিক স্বাক্ষর বা সার্টিফিকেটের উপর যুক্তিসংক্ষেত্রের আস্থাবান বা কোন বাতিলকে, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট ইস্যু করিবার সময় এই পর্যন্ত নিঃশেষ প্রদান করিবে যে উক্ত কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট প্রদানের
ফীক্টের মাধ্যমে প্রদান

জন্য অনুসরণীয় রীতি ও পদ্ধতি প্রতিপালনে সার্টিফিকেট ইসু করিয়াছে, অথবা উক্ত বিষয়ে অস্থায়ী ব্যক্তি অবহিত রাখিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুসূত রীতি ও পদ্ধতি না থাকিবার ক্ষেত্রে, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এই মার্চ নিষ্ক্রিয়তা প্রদান করিবে (২)-

(ক) সার্টিফিকেট ইসুকরণে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এই আইন এবং তদধীন কর্তৃপক্ষ বিধি ও প্রবিধানের অধীন সকল আবশ্যকতা প্রতিপালন করিয়াছে, এবং যদি সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট প্রক্রিয়া থাকেন অথবা অথবা কোন প্রক্রিয়া উত্তর অনুসরণ অস্থায়ী ব্যক্তির জন্য লভ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সার্টিফিকেট তালিকাভুক্ত গ্রাহক উভয় গ্রহণ করিয়াছে;

(খ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার্টিফিকেট অথবা বহিসার্টিফিকেট অর্জণবস্থার নির্যাতনে বা যথার্থতার নিয়মকরণ সম্পর্কিত কোন কিছু না থাকিলে সার্টিফিকেট বর্ণিত সকল তথ্য সঠিক;

(গ) কোন তথ্য সার্টিফিকেট অর্জণবস্থার করা হইলে দফা (ক) এবং (খ) এ প্রদান কর্তৃপক্ষ বিধান সম্পর্কে সেগুলো থাকে এমন কোন তথ্য সঠিক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কোন কান্তি নাই।

(ঝ) যদি ব্র্যাক্সোস্কার্টিফিকেট প্রদান রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ বর্তমান হিসাবে কোন সার্টিফিকেটের অনুপস্তকৃত যা উক্ত বিবরণ বিস্ময় স্বপ্ন্তকারী ব্যক্তির জন্য থাকে, তাহা হইলে উপ-ধারা (২) এর বিধান উক্তরূপে প্রদত্ত সার্টিফিকেট প্রদান রীতি ও পদ্ধতির বিবরণের সহিত যুক্তত্ত্ব সামগ্রিক পূর্ণ হয় ততদুর্ক ব্যাখ্যায় হইবে।

ইসুক্রীয় সার্টিফিকেট বাতিল

৩৮৪। (১) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তন্ত্রিক ইসুএক্ট ইসুক্রীয় স্বাক্ষর সার্টিফিকেট নিষ্ক্রিনতি করার মাধ্যমে বাতিল করিতে পারিবে, যদি:-

(ক) কোন গ্রাহক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষতিগ্রত্বাধিকারী কোন ব্যক্তি উহা বাতিলের আবেদন করিলে;

(খ) কোন গ্রাহকের মৃত্যু হইলে; বা

(গ) গ্রাহক কোম্পানি হইবার ক্ষেত্রে, উহার অবস্থান হইলে বা অন্য কোনভাবে উহার বিলুপ্ত ঘটিলে।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপ্তাহিক এবং উপ-ধারা (২) এর বিধানের সাপ্তাহিককরণে ফুলকৃত না করিয়া, কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তন্ত্রিক ইসুএক্ট কোন ইসুক্রীয় স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বাতিল করিতে পারিবে, যদি উক্ত কর্তৃপক্ষ এই মার্চ সম্প্রস্তু হয় যে-

(ক) কোন ইসুক্রীয় স্বাক্ষর সার্টিফিকেট উপস্থাপিত তথ্য মিথ্যা বা গোপন করা হইয়াছে;
(২) ইন্টেল্প্রিনিক ব্যাক্সর সার্টিফিকেট ইস্টু করিবার সকল আবশ্যকতা পূর্ণ করা হয় নাই;

(গ) প্রত্যায়নকারী কর্তৃপক্ষের সনাক্তকরণ পদ্ধতি এমনভাবে পরিবর্তন করা হইয়াছে যাহার দ্বারা ইন্টেল্প্রিনিক ব্যাক্সর সার্টিফিকেটের নিষুঁতযোগ্যতা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার মুখ্যন হইয়াছে; বা

(ঘ) উপমূলক আদালত কর্তৃক শাক্ত দেওনিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

(ঝ) গ্রাহককে অধীনের মুক্তিসংগ্রহ দূর্বল না দিয়া এই ধারার অধীনে কোন ইন্টেল্প্রিনিক ব্যাক্সর সার্টিফিকেট বাতিল করা যাহিবে না।

(ঞ) এই ধারার অধীনে কোন ইন্টেল্প্রিনিক ব্যাক্সর সার্টিফিকেট বাতিল করিবার পর অবিলম্বে বিষয়টি সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে অবহিত করিবে।

**ইন্টেল্প্রিনিক ব্যাক্সর**  
**সার্টিফিকেটের স্থগিতকরণ**

৩৯। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, নিষ্পত্তি করানোর জন্য কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারীর কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি ইন্টেল্প্রিনিক ব্যাক্সর সার্টিফিকেট স্থগিত করিতে পারিবে, যথাহ্ত -

(ক) সংশ্লিষ্ট ইন্টেল্প্রিনিক সার্টিফিকেটে তালিকাবদ্ধ গ্রাহক অথবা উক্ত গ্রাহকের নিকট হইতে ক্ষমতাধিকারী কোন ব্যক্তি উহা স্থগিত করার অনুমোদন লাভ করিলে;

(খ) সার্টিফিকেট প্রদানকারীর কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে ইন্টেল্প্রিনিক ব্যাক্সর সার্টিফিকেটটি স্থগিত রাখা সম্ভবচিন্তা মান করিলে।

(২) সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ প্রদান না করিয়া উপ-ধারা (১) (খ) এর অধীনে কোন ইন্টেল্প্রিনিক ব্যাক্সর সার্টিফিকেট স্থগিত করা যাহিবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে নোটিশের পরিবর্তে গ্রাহক কর্তৃক ব্যতির ব্যবহার সংত্যাগ নামে মূর্ত সত্য হইলে, সার্টিফিকেট প্রদানকারীর কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেটে স্থগিত করিতে পারিবে।

(৪) কোন ইন্টেল্প্রিনিক ব্যাক্সর সার্টিফিকেট স্থগিতকরণের পর অবিলম্বে সার্টিফিকেট প্রদানকারীর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে অবহিত করিবে।

**বাতিল বা**  
**স্থগিতকরণের**  
**নোটিশ**

৪০। (১) কোন ইন্টেল্প্রিনিক ব্যাক্সর সার্টিফিকেট ধারা ৩৮ এর অধীনে বাতিল বা ধারা ৩৯ এর অধীনে স্থগিত করা হইলে, সার্টিফিকেট প্রদানকারীর কর্তৃপক্ষ উক্ত বাতিল বা, ক্ষেত্রমত, স্থগিতকরণের জন্য ইন্টেল্প্রিনিক ব্যাক্সর সার্টিফিকেট উল্লিখিত নিদর্শন সংরক্ষণাধীন তদনুসারে একটি নোটিশ প্রকাশ করিবে।

(২) একাধিক সংরক্ষণাধীন ধারাবিহার ক্ষেত্রে, সার্টিফিকেট প্রদানকারীর কর্তৃপক্ষ ইন্টেল্প্রিনিক ব্যাক্সর সার্টিফিকেট বাতিল বা, ক্ষেত্রমত, স্থগিতকরণের নোটিশ উক্ত সকল সংরক্ষণাধীন প্রকাশ করিবে।
ষষ্ঠ অধ্যায়
শারীর দায়িত্বাধীন

নিরাপত্তা পদ্ধতির প্রয়োগ

৪১। সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইন্টারনেট লিকেন স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের শুল্কটা নিষিদ্ধ করিবার জন্য শাহকর মধ্যাবধি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠন করিবেন।

ইন্টারনেট স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ

৪২। (১) কোন শাহকর কর্তৃক কোন ইন্টারনেট স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি স্বার্থ বা তাহার নিকট হইতে এজন্য দেওয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহা এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট বা কোন সংরক্ষণাধীন প্রকাশ করেন।

(২) ইন্টারনেট স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া শাহকর উভয়ের বর্ণিত তথ্যের উপর যুক্তিসংগতভাবে আপ্যায়ন সাধনের নিকট প্রত্যাশন করিতে পারিবে যে—

(৩) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট শাহকরের প্রদত্ত সকল বর্ণনা এবং ইন্টারনেট স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বর্ণির সকল তথ্য এবং প্রান্তিক সকল বিষয়াদি সঠিক; এবং

(২) শাহকরের জানিমতে ইন্টারনেট স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের সকল তথ্য সত্য।

সার্টিফিকেট পাইলট ক্ষেত্রে উপস্থাপিত তথ্য সম্পর্কে অনুমান

৪৩। কোন ইন্টারনেট স্বাক্ষর সার্টিফিকেট পাইলট উদ্বেগে, শাহকর কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত সকল বস্তুত তথ্য এবং শাহকরের জানিমতে ইন্টারনেট স্বাক্ষর সার্টিফিকেটে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এমন সকল তথ্য, উক্ত কর্তৃপক্ষের কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হইবে বা না হইবে, শাহকরের সাবেক জান ২ বিশ্বাসযোগ্য সঠিক ও সম্পূর্ণকরণ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

শাহকর নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়ম

৪৪। (১) প্রত্যেক শাহকর তাহার ইন্টারনেট স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া যজ্ঞবল হইবেন, এমন শাহকর ইন্টারনেট স্বাক্ষর সম্পূর্ণের কর্তৃক নিষিদ্ধ হইবে না শাহকর সকল পদ্ধতি গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লক্ষ্যন্ত্রম যদি কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে সার্টিফিকেট শাহক অন্তর্ভুক্ত ইন্টারনেট স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আবহিত করিবেন।

সুপ্রীম অধ্যায়
আইনের বিধান লক্ষ্য, প্রতিবিধান ও জরিমানা আরাপ, ইত্যাদি

নির্দেশ প্রদানে নির্ণয়ের ক্ষমতা

৪৫। এই আইন বা তদত্ত্বের প্রতিটি বিধিবদ্ধ বা প্রতিবিধানের কোন বিধান প্রতিপালন নিষিদ্ধ করিবার প্রয়োজন নিয়মক, আদেশ দ্বারা, কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের উদর কোন কর্মচারীকে আদেশ উল্লিখিততম কোন বিষয়ে ব্যবস্থা গঠন করিতে বা
কোন কাজ করা হইতে বিদ্যমান ব্যবস্থা শ্রেণী করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

পরিস্থিতিতে নিয়মকর নির্দেশ

(1) নিয়মক যদি এই মর্যাদা সম্প্রতি হয় যে, বাংলাদেশের সর্বভৌমত্ব, অংশনতা, নিরপেক্ষতা, অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের বক্তব্য সম্পর্ক, জনসংখ্যারা ও নিরপেক্ষতা রত্নগোত্রের স্বাধীন এবং এই আইনের অধীন দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটনের প্রজনানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা সম্ভবতী হয়, তাহা ইহলে তিনি, লিখিত কারণ জন্য নির্দেশ করা হইতে পারিবেন।

(2) উপ-ধারা (1) এর অধীন কোন আদেশ জারি করিবেন, উক্ত আদেশে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে কোন প্রথম বা কর্মফুলির বিদ্যমান এর তত্ত্বাবধায়ক উক্ত সংঘটনের কোন তথ্য উদ্ধৃত (decrypt) করিবার জন্য সকল সুনিশ্চিত রূপে করিতে পারিবেন।

নির্দেশ শুল্ক

(1) নির্দেশ শুল্ক, সরকারি বা তদরিক পৃষ্ঠকে ইলেক্ট্রনিক জগত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন কর্মফুলির, কর্মফুলির শিক্ষক বা কর্মফুলির নেটওয়ার্ককে একটি সংরক্ষিত সিস্টেম হিসাবে ঘাণণা করিতে পারিবেন।

(2) উপ-ধারা (1) এর অধীন ঘোষিত সংরক্ষিত সিস্টেমে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ বা নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক লিখিত আদেশ দ্বারা কোন বাক্তির তথ্যের প্রদান করিতে পারিবেন।

ব্যবস্থার প্রতিবিধান

(1) কোন বাক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন প্রাপ্ত ভূক্তান্ত-রিটার্ন রিপোর্ট ও বিবৃতিতে নির্দেশ করিতে বার্থ হইলে, নিয়ন্ত্রক বা এতদুল্লভ নিয়ন্ত্রক বা, ক্ষমতা, সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কর্মফুলির কর্মকর্তা লিখিতভাবে কর্তৃক উক্তক্রমস্থত্ব, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, উক্ত বাক্তির নিকট হইতে অন্যথা দশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবেন।

(2) কোন বাক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন প্রাপ্ত ভূক্তান্ত-রিটার্ন রিপোর্ট ও বিবৃতিকে কর্মফুলির কর্মকর্তা লিখিতভাবে কর্তৃক উক্তক্রমস্থত্ব, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, উক্ত বাক্তির নিকট হইতে অন্যথা দশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবেন।
৫০। কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদ্ধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন সংরক্ষণীয় কোন হিসাব বহি বা রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে বাধ্য হইলে, নিয়মকৃত বা এদুবুল্লুনাম নিয়মকৃত বা, ক্ষারত, সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিষয় আদেশ দ্বারা ক্ষমতাধীন কোন কর্মকর্তার লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ধকার দুই লতঙ্গ টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে।

৫১। এই আইন বা তদ্ধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের এমন কোন বিধান যাহার বিষয়ে পৃথকভাবে কোন জরিমানার বিশেষ অর্থনগর বিধান করা হয় নাই, কোন ব্যক্তি এমন কোন বিধান লজ্জান করিলে, নিয়মকৃত বা এতদুল্লুনাম নিয়মকৃত বা, ক্ষারত, সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিষয় আদেশ দ্বারা ক্ষমতাধীন কোন কর্মকর্তার লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত বিধান লজ্জান করিবার দায়ে অন্ধকার পরিচয় হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে।

৫২। (১) নিয়মকৃত যদি মণ করে যে, কোন ব্যক্তি এমন কার্য করিতে উদ্যোগ হইয়াছেন বা হইতেছেন যাহার ফলে এই আইন, তদ্ধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, লাইসেসনের কোন বিধান বা শর্ত বা নিয়মকৃতের কোন নির্দেশ লঘুত হইতেছে বা হইবে, তাহা হইলে উক্ত কার্য হইতে কেন তিনি বিতর হইবেন না বা থাকিবেন না তাহা মধ্যে তদ্ধীন নির্দিষ্ট সময়ের নোটিস জারী করিয়া তাহার ব্যতিক্রম লিখিতভাবে উপস্থাপনের নির্দেশ স্বরূপে পারিবেন এবং উক্ত কার্য ব্যক্তি উপস্থাপিত হইলে উহা বিচারভাবে নিয়মলোপ্ত উক্ত কার্য হইতে বিতর থাকিবার জন্য বা উক্ত কার্য সম্পর্কে নিয়মকৃত বিনিয়োগ অন্য কোন নির্দেশ স্বরূপে করিতে পারিবেন।

(২) নিয়মকৃত যদি মণ করে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লজ্জান বা সম্পাদনার ধর্মী এমন, অবিলম্বে উক্ত কার্য হইতে উক্ত ব্যক্তিকে বিতর করিব যায় প্রয়োজন, তাহা হইলে নিয়মকৃত উক্ত উপ-ধারার অধীন নোটিস জারীর সময়ই তাহার বিচারবিধি যথাযথ বলিয়া বিবেচিত যে কোন অন্তর্গত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, উক্ত বিষয়ে নিয়মকৃত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত কার্য হইতে বিতর থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোন নির্দেশ দেওয়া হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ প্রতিপালন বাধ্য থাকিবেন।

(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লজ্জান করিলে নিয়মকৃত তাহার নিকট হইতে অন্ধকার দুই লতঙ্গ টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে।

৫৩। (১) এই আইনের অধীন আরোপিত্ব জরিমানার অতিরিক্ত হিসাবে নিয়মকৃত বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট এই আইনের অন্যান্য বিধান লঘুতে জরিমানা আরোপের ব্যাখ্যা করিতে পারিবে।

(২) এই আইন বা বিধির কোন বিধান লঘুতে লজ্জানকারী তন্ত্রীর
যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দিয়া এই আইনের অধীন কোন জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।

(৩) জরিমানা আরোপের বিষয় নিয়ন্ত্রকের সিদ্ধান্ত প্রদানের তালিকা নির্দেশ করেন কান আদায়ের মাধ্যমে অতিক্রমণীক বাক্তি উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ার বিষয় নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং এইধরে কান আবেদন নাথিল করা এই আবেদনের প্রতি যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া নিয়ন্ত্রক অনধিক পদের দিনের মাধ্যমে উহা নিপ্পদতি করিতে পারেন।

(৪) এই আইনের অধীন প্রদত্ত জরিমানা পরিশোধ না করা হইলে উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act III of 1913) এর অধীন সরকারী দাবী গণ্য আদায়ের হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
অপরাধ, তদন্ত, বিচার, দণ্ড ইত্যাদি

নির্দেশ লক্ষ্য
সংক্রান্ত অপরাধ
ও উহার দণ্ড

লাইসেন্স সম্পর্কে
বাচ্চা ও উহার দণ্ড

৫৭। (১) ধারা ৩৪ এর অধীন কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্মক্ষেত্র যদি কোন লাইসেন্স সম্পর্কে বাচ্চা হয়, তাহা হইলে যে বাক্তির অনুকূলে উক্ত লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছিল সেই বাক্তির উক্ত বাচ্চা হইলে একটি অপরাধ।

(২) কোন বাক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক হয় মাস কারাদণ্ড, বা অনধিক দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড দণ্ডিত হইবেন।

৫৮। (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রশিক্ষণের কোন বিধান প্রতিপালন নিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন নিয়ন্ত্র, আদেশ দ্বারা, কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্মক্ষেত্র বা উহার কোন কর্মকারীকে আদেশ উন্নিতিতে কোন বিধান ব্যবহার হন করিতে বা কোন কার্য করা হইতে বিবির্ধ থাকিতে নির্দেশ প্রদান করিল কোন বাক্তি যদি উক্ত নির্দেশ লঘুন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঘুন হইবে একটি অপরাধ।
(2) কোন বাইন্টি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনুমোদন এক বৎসর কারাদণ্ডে বা অনুমোদন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ড দণ্ডিত হইবেন।

অর্থী
পরিস্থিতাতে
নিয়মকের নির্দেশ
অনুযায়ী দণ্ড

৬০। (১) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অধিগৃহত্ব, নিরপস্তা, অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সংবিধান বাংলাদেশের বক্তৃতা অষ্টাদশ ও নিরপস্তা রাষ্ট্রীয় বৈষম্য বা এই আইনের অধীন দোষপাত কোন অপরাধ সংঘটনের প্ররোচনা প্রতিফলিত জন্য নিয়মক, লিখিত আয়ন বা প্রতিফলিত সংক্ষেত্রের মাধ্যমে কোন তথ্য সম্প্রচার বাধা দেওয়ার নির্দেশ গ্রহণ করিলে কোন বাইন্টি অনুমোদন ব্যাধিত অনুমোদন করিয়া কোন তথ্য সম্প্রচার করিলে উভয় হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন বাইন্টি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনুমোদন পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনুমোদন পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড দণ্ডিত হইবেন।

সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের
প্রস্তাব সম্পন্ন
অপরাধ ও উদ্দেশ্য
দণ্ড

৬১। (১) নিয়মক, সরকারী বা ঐতিহাসিকভাবে ইলেক্ট্রনিক স্থান সরকার প্রতিফলিত দ্বারা, কোন কমিটি টিউটর, কমিটি সিদ্ধান্ত বা কমিটি টিউটর নেটওয়ার্ক একটি সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত হিসাবে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও যদি কোন বাইন্টি উপ-সংশ্লিষ্ট কমিটি টিউটর, সিদ্ধান্ত বা নেটওয়ার্ক অনুমোদনের প্রতি প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে তাহার এই অনুমোদনের প্রবেশ হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন বাইন্টি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি ৬১ [অনুমোদন চৌদ্দ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব সাত বৎসর কারাদণ্ডে], বা অনুমোদন দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ড দণ্ডিত হইবেন।

মিথ্যা প্রতিনিধিত্ব
ও তথ্য (গাপন)
সংক্রান্ত অপরাধ
ও উদ্দেশ্য
দণ্ড

৬২। (১) যদি কোন বাইন্টি লাইসেন্স বা ইলেক্ট্রনিক স্বতন্ত্র সার্চিফকে স্পষ্ট জন্য নিয়মক বা সার্চিফকে প্রস্তুতকরণ কর্তা সমালোচনা নিকট মিথ্যা পরিচালনা করেন বা কোন প্রশ্নপত্র নিকট গাপন করেন, তাহা হইলে তাহার উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন বাইন্টি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনুমোদন দুই বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনুমোদন দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

গোপনীয়তা
প্রকাশিত সংক্রান্ত
অপরাধ ও উদ্দেশ্য
দণ্ড

৬৩। (১) এই আইন বা আপাততঃ বলবত্ত অন্য কোন আইন তিন্তু কোন কিছু না থাকিলে, কোন বাইন্টি যদি এই আইন বা তদর্থে প্রণীত বিধি বা প্রতিফলিত কোন বিধানের অধীন কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, বিজ্ঞাপন, পত্রিকা, ভাষা, দলিল বা অন্য কোন ভিত্তিত প্রবেশপাত্রিক ও সংস্থাগুলি বিতর্কের কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, বিজ্ঞাপন, পত্রিকা, ভাষা, দলিল বা অন্য কোন ভিত্তিত অন্য কোন বাইন্টির নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন বাণিজ্য উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অন্ধিক দুই বৎসর কারাদণ্ড, বা অন্ধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদান, বা উভয়দণ্ড দণ্ডিত হইবেন।

(৫) কান বাণিজ্য ইচ্ছাকৃতভাবে নিম্নলিখিত বিষয়ে কোন ইলেন্টিনিক সার্ভিসের সার্ভিসিকে প্রকাশ বা অন্য কোষের অন্য কোন বাণিজ্য প্রাকিতায় করিবেন না, যা এর মধ্যে হইবে।

(ক) তালিকাভুক্ত সার্ভিসিকে প্রাকিতায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইচ্ছাকৃত হয় নাই; বা

(খ) তালিকাভুক্ত শ্রাক কর্তৃক উহা গৃহীত হয় নাই; বা

(গ) বাতিল বা স্বাধিকারবহু হইয়াছে;

যদি না উক্ত প্রকাশের কোন ইলেন্টিনিক শ্রাক বাতিল বা শ্রাকতের পূর্বেই যাচাইয়ের উদ্দেশ্যা তৈরি করা হইয়া থাকে এবং যদি উক্ত বিধান লঘমক্রমে উক্ত সার্ভিসিকে প্রকাশ বা অন্য কোষের অন্য কোন বাণিজ্য প্রাকিতায় করেন, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন বাণিজ্য উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অন্ধিক দুই বৎসর কারাদণ্ড, বা অন্ধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদান, বা উভয়দণ্ড দণ্ডিত হইবেন।

(৫) কান বাণিজ্য ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশের বা অন্য কোন বা-আইনী উদ্দেশ্যে কোন ইলেন্টিনিক শ্রাক সার্ভিসিকে প্রকাশ, প্রকাশ বা প্রাকিতায় করেন, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন বাণিজ্য উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অন্ধিক দুই বৎসর কারাদণ্ড, বা অন্ধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদান, বা উভয়দণ্ড দণ্ডিত হইবেন।

কোম্পানী, ইত্যাদি
কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

৬৭। কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সাহিত প্রত্যক্ষ সংঘটিত হইয়া ছে কোম্পানীর এমন প্রত্যেক পরিচালক, ঘাতকের সহিত, অভিবাদনের, প্রত্যাবর্তনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধের সংঘটিত করিয়াছেন বলিয়া গণান হইবেন, যদি না প্রমাণ করা যায় যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধের রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায়:
(ক) “কোম্পানী” বলিতে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কার্যকার, সমিতি, সংঘ
সাইবার
স্ট্রিপুনাল গঠন

৬৮। (১) সরকার, সরকারী গাজেট প্রকাশন দ্বারা, এই আইনের অধীন সংঘটিত আপাদনরূপের ক্রিয়া ও কার্যকর বিচারের উদ্দেশ্যে, এক বা একাধিক সাইবার স্ট্রিপুনাল, অতঃপর সময় সময় স্ট্রিপুনাল বলিয়া উল্লিখিত, গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত সাইবার স্ট্রিপুনাল সমূহের কার্যক্রম, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন দায়ারা জজ বা একজন অতিরিক্ত দায়ারা জজের সমন্বয়ে গঠিত হইবে; এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত একজন বিচারক “বিচারক, সাইবার স্ট্রিপুনাল” নামে অভিভাবক হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন গঠিত সাইবার স্ট্রিপুনালকে সম্মত বাংলাদেশের স্বাধীন অধিকরণ অর্থাৎ এক বা একাধিক দায়ারা তত্ত্বাবধায়ন অধিকরণ প্রদান করা যাইতে পারে; এবং উক্ত স্ট্রিপুনাল কেবল এই আইনের অধীন অপারাধক মামলার বিচার করিবে।

৬৯। (১) সরকার, সরকারী গৃহবিচার প্রকাশন দ্বারা, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্রিয়া ও কার্যকর বিচারের উদ্দেশ্যে, এক বা একাধিক সাইবার স্ট্রিপুনাল, অতঃপর সময় সময় স্ট্রিপুনাল বলিয়া উল্লিখিত, গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত সাইবার স্ট্রিপুনালকে সম্মত বাংলাদেশের স্বাধীন অধিকরণ অর্থাৎ এক বা একাধিক দায়ারা তত্ত্বাবধায়ন অধিকরণ প্রদান করা যাইতে পারে; এবং উক্ত স্ট্রিপুনাল কেবল এই আইনের অধীন অপারাধক মামলার বিচার করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন গঠিত সাইবার স্ট্রিপুনালকে সম্মত বাংলাদেশের স্বাধীন অধিকরণ অর্থাৎ এক বা একাধিক দায়ারা তত্ত্বাবধায়ন অধিকরণ প্রদান করা যাইতে পারে; এবং উক্ত স্ট্রিপুনাল কেবল এই আইনের অধীন অপারাধক মামলার বিচার করিবে।

(৪) সরকার কর্তৃক পরবর্তীতে গঠিত কোন স্ট্রিপুনালকে সম্মত বাংলাদেশের অধীন এক বা একাধিক দায়ারা বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত উহার অধিকারকে স্বাধীন অধিকরণ নাট করিবার কারণে ইতোপূর্ব কোন দায়ায়া আপালতে এই আইনের অধীন নিষ্পাপাধীন মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত, বা সংচিত স্বাধীন অধিকরণের স্ট্রিপুনাল স্বাধীনতায় বদলী হইতে না, তবে সরকার, সরকারী গৃহবিচার প্রকাশন দ্বারা, দায়ায়া আপালতে নিষ্পাপাধীন এই আইনের অধীন কোন মামলা বিষয় স্বাধীন অধিকরণসম্পর্কে স্ট্রিপুনাল বদলী করিতে পারিবে।

(৫) কোন স্ট্রিপুনাল, তিন্তু স্থায়ী বিচার হ্রস্঵ না করিলে, যে সাক্ষীর সাক্ষাৎ হ্রস্ব করা হইয়াছে উক্ত সাক্ষীর সাক্ষাৎ পুর্বন্তর্গত, বা পুরনোপনুনোন হ্রস্ব করিতে, অথবা উপ-ধারা

(৬) সরকার, আদেশ দ্বারা, যে স্থান বা সময় নির্দিষ্ট করিবে তেই স্থান বা সময় বিশেষ স্ট্রিপুনাল আদান হ্রস্ব করিতে পারিবে এবং উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

সাইবার
স্ট্রিপুনালের
বিচার পদ্ধতি

৬৯। (১) সাব-সেক্টরের পদময়াদার নিম্ন নামে এইরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট ১৪[ অথবা] নিয়োজক বা তদনুসারে তারি নিষিদ্ধ হইতে ক্ষমতাধীন কোন কর্মকর্তার পূর্বন্তর্গত ব্যতীত বিশেষ স্ট্রিপুনাল কোন অপরাধ বিচারাধি হ্রস্ব করিবে না।
(২) সাইবারুনাল এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারকালে দায়িত্ব আনালে বিচারের জন্য ফৌজনারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এর বর্ণিত পদ্ধতি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতিগুলি না হওয়া সাপ্তাহ, অনুসরণ করবে।

(৩) কোন সাইবারুনাল, নাম্বারিতার স্বার্থ ধারাত্তিকীয় না হলে, এবং কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া, কোন মামলার বিচারকার্য স্থগিত করিতে পারিত না।

(৪) সাইবারুনালের বিচার করিবার কারণ থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন রহিয়ছেন বা অন্যান্য অপরাধের কার্যকালে যে কারণ তাহাতে স্থানান্তরিত হইয়াছে বিচারের জন্য উদ্ভিদ্ধ করা সম্ভব হইতে এবং তাহাতে বিচারপন্থা তাহাতে অভিযুক্ত হইতে নাই, সাইবারুনাল, আদেশ দ্বারা, বধু প্রচারিত অন্যান্য জাতীয় দুইটি বাংলা দানক সরবাহতে, অনুযায়ী আদেশ উদ্ভিদ্ধ করার মাধ্যমে তাহিতেই ইহীর নির্দেশ প্রদান করিতে পারিত, এবং উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে বাধ্য হইলে তাহার অনুপস্থিতিতেই তাহার বিচার করা হইবে।

(৫) সাইবারুনালের সাধারণ অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত ইহীর বা তাহার মূল্য পাইবার পর পালনের হইলে অথবা তাহা সম্মুখে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলে, উপ-ধারা (৪) এ উদ্ভিদ্ধ করিতে হইবে বোঝায় হইবে না, এবং উক্ত সাইবারুনাল উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া অনুরূপ ব্যক্তির অনুপস্থিতেই বিচার করিবে।

(৬) সাইবারুনাল, উহার নিকট (পশ্চিম আবদ্ধন ভিত্তিতে বা উহার নিজ উদ্যাগে, কোন পুলিশ কর্তৃত্ব বা কোন নিয়ন্ত্রক বা একত্রিতে নিয়ন্ত্রকের নিকট হইত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃক করকর্তার এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ সংলিখিত যে কোন মামলা নিউন্ডাজি, এবং তদক্ষরী নির্ধারিত সময়ের মধ্য রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিব।

সাইবারুনাল
কার্যক্রম
ফৌজনারী
কার্যবিধির প্রায়প্রায়

৭০। (১) ফৌজনারী কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদূর সত্যব, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতপ্রতিউ না হওয়ার সাপ্তাহ, সাইবারুনালের কার্যক্রম প্রায়মাত্র হইবে, এবং আদি সাধারণ প্রায়মাত্র দায়িত্ব আনালের সকল ক্ষমতা উক্ত সাইবারুনালের থাকিবে।

(২) সাইবারুনাল সরকার পাল্লা মামলা পরাধানাকারী ব্যক্তি পাবলিক উপাধিকেন্ডের
ব্যাপার হইবে।

আদালত সংক্রান্ত
বিধান

৭১। সাইবারুনালের বিচারক এই আইনের অধীন দুলোক কোন অপারাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মূল্য প্রদান করিবে না, যদি না–

(ক) রাষ্ট্রপতি অনুরূপ আদালতের উপর স্নানীয় সুযোগ প্রদান করা হয়;

(খ) বিচারক সম্বুচন হয় যে–
(অ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারের দায়ী সাবান না হইতে পারেন মার্ফত বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে;

(আ) অপরাধ আপেক্ষিক আর্থ প্রকৃতপক্ষে নহে এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলেও শাস্তি কঠোর হইবে না; এবং

(গ) তিনি অনুরূপ সর্বষ্টির কারণসমূহ লিপিতাত্বে লিপিবদ্ধ করেন।

রায় শ্রদ্ধানার
সময়সীমা

72. (১) ক্রিয়াবিধানের বিচারক সাক্ষা অবস্থা যুক্তিতর্ক সমাধান হইবার জরিয়া হইতে, যাহাত পর যাত্রা দন্ত দিন যায় রায় করিবেন, যদি না তিনি লিখিতাত্বে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সময়সীমা অনুধিক দন্ত দিন বৃদ্ধি করেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্রিয়াবিধান কর্তৃক রায় প্রদান করা হইলে বা উক্ত রায়ের
অধীন সাবান আপিল ক্রিয়াবিধানের কান আপিল দায়ের হইলে উক্ত আপিলের রায়ের
কপি ধারা ১৮(৭) এর অধীন গঠিত ইন্সটিটিউশনাল আইন সংক্রান্ত ক্ষেত্র সংক্রান্ত
উন্মুক্ত সংশোধনী সংশোধনী অনুযায়ী কোন রায়ের কপি নিয়ন্ত্রকের নিকট সংরক্ষণ করিবে, উক্তক্ষেত্রে কোন রায়ের কপি সংরক্ষণ করা হইলে, নিয়ন্ত্রক
উন্মূলক কর্তৃক সংরক্ষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা সংরক্ষণ করিবেন।

ক্রিয়াবিধান কর্তৃক
মামলা নিপত্তির
নির্ণায়কের
সময়সীমা

৭৩. (১) ক্রিয়াবিধানের বিচারক মামলার অভিযোগ গঠনের আরিয়া হইতে হয় মাসের
মাধ্যমে মামলার বিচার কার্য সমাপ্ত করিবেন।

(২) বিচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ণায়ক সময়ের মাধ্যমে কান মামলা নিপত্তি
করিতে বাধ্য হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতাত্বে লিপিবদ্ধ করিয়া সময়সীমা
অনুধিক আরও তিন মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ণায়ক সময়ের মাধ্যমে বিচারক কান মামলার নিপত্তি
করিতে বাধ্য হইলে, তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টি প্রতিবদ্ধ আকারে
হইক্ষেত্র বিভাগ ও নিয়ন্ত্রককে অবহিত করিয়া মামলার কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত
রাখিতে পারিবেন।

দায়ারা আদালত
কর্তৃক অপরাধের
বিচার

৭৪। ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহার কিছুই থাকুক না কেন, এতদুল্লেখ্য বিশেষ ক্রিয়াবিধান
গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দায়ারা আদালত কর্তৃক বিচার
হইবে।

দায়ারা আদালত
কর্তৃক অনুসরণীয়
বিচার পদ্ধতি

৭৫। (১) দায়ারা আদালত এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের সময় দায়ারা
আদালত বিচারের ক্ষেত্রে ধ্রুব কক ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি
অনুসরণ করিবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহার কিছুই থাকুক না কেন, সাব-ইসপাট্রক পদর্থায়ঃ
নিষ্ঠে নাথ এইরূপ পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট ৬৬[ অথবা] নিয়ন্ত্রক কিংবা এতদুর্দশা তাদের নিষ্ঠে হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার পূর্বে অপরাধ বা ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে কোন দায়িত্ব আদালত আদি যৌথতার সম্পর্কে আদালত হিসাবে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারাধিকার গ্রহণ করিবে না।

অপরাধ তদন্তের
ক্ষমতা, ইত্যাদি

৭৭। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকিল না কেন, নিয়ন্ত্রক বা নিয়ন্ত্রক হইতে এতদুর্দশা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সাব-ইনস্পেক্টরের পদমাত্রার নিষ্ঠে নিষ্ঠে এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ তদন্ত করিবে।

৭৬। (১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকিল না কেন, নিয়ন্ত্রক বা তদক্ষরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ একই সাথে তদন্ত করা যাইবে না।

(১২) কোন মামলার তদন্তের যে কোন পূর্বে যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মামলার সূচু তদন্তের স্বার্থে, তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব-

(ক) পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হইতে নিয়ন্ত্রক বা তদক্ষরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বা

(খ) নিয়ন্ত্রক বা তদক্ষরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে পুলিশ কর্মকর্তা, নিকট হইতে করা যায় করা প্রয়োজন, তাহা ইহলে সরকার বা, ক্ষমতার অধীনস্থ বা কমপ্লেক্স কর্মকর্তার নিকট হইতে নিয়ন্ত্রক বা তদক্ষরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিকট হইতে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হইতে পরিচালনার দায়িত্বে পরিগণনা।

৬[ (২) ধারা –

(ক) ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৬৬ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আমলাযোগ (Cognizable) ও অ-আমলাযোগ হইবে; এবং

(খ) ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪ ও ৬৫ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ অ-আমলাযোগ (non-cognizable) ও আমলাযোগ হইবে;]

বাজেয়াপ্তি

৭৭। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, যে কমিউটার, কমিউটা সিটেড, ফ্ল্যাস্টি ডিসিপ্লিন সিগ্নেট, উপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কমিউটার উপক্রম বা বস্তু সম্পর্কে বা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেইলিং উক্ত অপরাধের বিচারকারী আদালতের আদেশানুসারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(২) যদি আদালত এই প্রমে সন্ত্রাস হয় যে, যে বাজির দখল বা নিয়ন্ত্রণ উক্ত কমিউটার, কমিউটার সিটেড, ফ্ল্যাস্টি ডিসিপ্লিন, কমিউটার ডিসিপ্লিন বা অন্য কোন আনুষ্ঠানিক কমিউটার উপক্রম পাওয়া গিয়াছে তিনি এই আইন বা তদবিশেষ সিদ্ধি বা প্রবিষ্ট করা, তাহা বিধানের কোন বিধান নির্ণয়ের জন্য বা অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী নহেন, তাহা
হইলে উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্ল্যাপি ভিড্যু, কম্পাস্টি ডিজাক্ট, টেল ড্রাইভ বা অন্য কোন আপুনুষিক কম্পিউটার উপকরণ বাজেয়াকীত্ব হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়াকীত্ব কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্ল্যাপি ভিড্যু, কম্পাস্টি ডিজাক্ট, টেল ড্রাইভ বা অন্য কোন আপুনুষিক কম্পিউটার উপকরণের সহিত কোন বৈধ কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্ল্যাপি ভিড্যু, কম্পাস্টি ডিজাক্ট, টেল ড্রাইভ বা অন্য কোন কম্পিউটার উপকরণাধীন পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইলিলেও বাজেয়াকীত্ব হইবে।

(৪) এই ধারার যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংলগ্নতন জন্য যদি কোন সরকারী বা সার্বভৌম সরকারী কর্তৃক কোন কম্পিউটার বা তত্ত্বাবধায়ক কোন উপকরণ বা যন্ত্রপাতিত বারণার করা হয়, তাহা হইলে উহা বাজেয়াকীত্ব হইবে না।

দণ্ড বা বাজেয়াকীত্বরূপ
অন্য কোন শাসিত প্রদান বাধা না হওয়া

৭৮। এই আইনের অধীন প্রদত্ত দণ্ড বা বাজেয়াকীত্বরূপ আদেশ আপ্তার্ত বলবত্ত অন্য কোন আইনের দায়ী একই বার্তির উপর অন্য কোন দণ্ড প্রদান বাধা হইবে না।

কর্তিম ক্ষেত্রে
নেটওয়ার্ক সেবার প্রদানকারী দায়ী
না হওয়া

৭৯। নেটওয়ার্ক সেবার প্রদানকারী কোন তৃতীয় পক্ষ তথ্য বা উপাত্ত প্রাপ্তিসাধারের কারণে এই আইন বা তার প্রাপ্ত বিধি বা ব্যবধানের অধীন দায়ী হইবেন না, যদি প্রাপ্ত করা যায় যে, সংক্ষিপ্ত অপরাধ বা লঘুত্ত সাহায্যের ঘটিতে যায় অপরাধের বিরুদ্ধে সংগঠিত করা যাবে তদন্তন সন্ধানী ভুল করিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ (ক) “নেটওয়ার্ক সেবার প্রদানকারী” অর্থ কোন যোগাযোগের মাধ্যম;

(খ) “তৃতীয় পক্ষ তথ্য বা উপাত্ত” অর্থ নেটওয়ার্ক সেবার প্রদানকারী কর্তৃক যোগাযোগের মাধ্যমিক হিসাবে যে তথ্য বা উপাত্ত প্রদান করা হয়।

৮০। এই আইনের অধীন গৃহীত কোন অনুসারী বা তদন্ত কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রক, ক্ষমতাধীন কোন কর্মকর্তা বা সাঁক-সামর্থপর্ষদের নিজের নামে একই কোন পেলিশ কর্মকর্তা যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন ৮০[ ***] স্থানে এই আইনের পরিপ্রেক্ষ্যে কোন কার্য হইয়াছে বা হইতেছে অথবা এই আইনের অধীন দণ্ডিত কোন অপরাধ সংগঠিত হইয়াছে, তাহা হইলে অন্তর্গত বিশ্বাস করিবার কারণ লিখিত করিয়া তিনি উক্ত স্থানে ব্যবহৃত যৌথী করিতে পারিবেন এবং সংক্ষিপ্ত যে কোন বুদ্ধি আকার করিতে পারিবেন এবং সংক্ষিপ্ত কোন ব্যক্তি বা অপরাধীকে শ্রেফতার করিতে পারিবেন।

[ ***] আটক বা শ্রেফতারের ক্রমতা

bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=950
জলাশী, ইত্যাদির পদ্ধতি

৮১। এই আইনে ভিন্ন ভিন্ন কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীনে জারি করা সকল তদন্ত, পরীক্ষা, জলাশী, প্রক্ষেপ ও অটুকের বিষয়ে কায়দারী কার্যবিধির সংস্করণ বিধানাবলী প্রণয়ন হইবে।

সাইবার আপিল সাইবুরুনাল গঠন

৮২। (১) সরকার, সরকারী কর্মকর্তা গণনায়ক দ্বারা, এক বা একাদিক সাইবার আপিল সাইবুরুনাল, অতঃপর সময় সময় আপিল সাইবুরুনাল ব্যবস্থা উন্মুক্ত, গঠন করিতে পারিব।

(২) সাইবার আপিল সাইবুরুনাল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চৈমন্য এবং দুইজন সদস্য সম্পর্কে গঠিত হইবে।

(৩) চৈমন্য এরলাইন একজন ব্যক্তি হইবে যিনি দুই সুপ্রীমকেটর বিচারক ছিলেন বা আইন বা অনুরূপ বিচারক হিসাবে নিযোগ লাভের যোগ্য এবং সদস্যগণের মধ্যে একজন হইবে যিনি সাইবার কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্তৃক অথবা অনুরূপ কর্তৃক নির্ধারিত জন ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একজন ব্যক্তি।

(৪) চৈমন্য ও সদস্যগণ নিযোগের তিন একক ও অন্যান্য পুরো বর্তমান সদস্য ব্যক্তি এবং সদস্যের চাকুরীর অধীন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

সাইবার আপিল সাইবুরুনালের আখ্যায়িক ও পদ্ধতি

৮৩। (১) সাইবার সাইবুরুনাল এবং, ক্ষেত্রমত, দায়ীরা আদালত কর্তৃক বিদ্যমান রায় ও আদেশের বিকৃতি আপিল প্ৰণালী ও নিপ্পত্তি করিতে আখ্যাৎসারি আপিল সাইবুরুনালের ঠাকিবে।

(২) আপিল প্ৰণালী ও নিপ্পত্তির ক্ষেত্রে, সাইবার আপিল সাইবুরুনাল বিচার দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে এবং বিচার দ্বারা পদ্ধতি নির্ধারিত করা না হইলে সুপ্রীমকেটর হাইকোর্টের বিচারাধিকারী আপিল সাইবুরুনাল সুপ্রীমকেটর নিযুক্ত জন সুপ্রীমকেটর বিচারাধিকারী একজন সাইবার সাইবুরুনালের সুপ্ৰীমকেটর বিধানাবলী প্রণালী, ব্যাখ্যানীয় অভিজ্ঞতাসহ, অনুসরণ করিবে।

(৩) সাইবার সাইবুরুনাল কর্তৃক বিদ্যমান রায় বা আদেশ বহাল বা স্বাধীনভাবে আপিল সাইবুরুনালের ঠাকিবে।

(৪) আপিল সাইবুরুনাল কর্তৃক বিদ্যমান সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

সাইবার আপিল সাইবুরুনাল গঠন

৮৪। এই অংশের অধীনে কোন সাইবার আপিল সাইবুরুনাল গঠিত না হইয়া থাকিলে, ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের কিছু থাকিলে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের যাচাই করা হইবে যাহার না কেন, দায়ীরা আদালত কঠিনা, ক্ষেত্রমত, সাইবার সাইবুরুনাল কর্তৃক বিদ্যমান রায় ও আদেশের বিকৃতি আপিল সুপ্রীমকেটর হাইকোর্টের বিচারাধিকারী দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে।

bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=950
নবম অধ্যায়
বিবিধ

জনসেবক

৮৫। নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সহকারী নিয়ন্ত্রক, বা এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রায়োগ ও কার্য সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাধীন যে কোন ব্যক্তি দভবিধির ধারা ২১ এর অধীন জনসেবক বা Public Servant বলিয়া গণ্য হইবেন।

সরল বিদ্বাসী কৃত কর্মক্ষণ

৮৬। এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিদ্বাসী কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতি সৃষ্টি করে অথবা তাদের পক্ষে কর্মক্ষরত কোন কর্মচারী বা কর্মচারীর বিবস্ত্র কোন দেওয়ানী বা কোঠামারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

কতিপয় আইন ব্যবহৃত কতিপয় সংক্রান্ত বিধি প্রয়োগ

৮৭। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(ক) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 29 এর "document" এর সংজ্ঞায়িত অর্থে কোন ইলেট্রনিক যন্ত্র বা কোষ্ঠপ দ্বারা সৃষ্টি document ও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) এর section 3 এর "document" শব্দের সংজ্ঞায়িত অর্থে কোন ইলেট্রনিক যন্ত্র বা কোষ্ঠপ দ্বারা সৃষ্টি document ও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) Banker's Books Evidence Act, 1891 (Act No. XVIII of 1891) এর section 2 এর Clause (3) এর "bankers books" এর সংজ্ঞায়িত অর্থে কোন ব্যাংকের স্বাভাবিক ব্যবসায় ইলেট্রনিক যন্ত্র বা কোষ্ঠপ দ্বারা সৃষ্টি ও ব্যবহৃত ledgers, day-books, cash-books, account-books and all other books ও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বিধি প্রয়োগের ক্ষমতা

৮৮। সরকার, সরকারী গোষ্ঠী এবং তদতিরিক্ত ঐশ্বিকভাবে ইলেট্রনিক গোষ্ঠী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধি প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) কোন তথ্য বা বিষয় সংজ্ঞায়িত করিবার বা ইলেট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা কোন দলিল স্বাক্ষর করিবার স্পৰ্ধী;

(খ) ইলেট্রনিক স্বাক্ষরের তথ্য, জারী, মজুরী বা টাকা প্রদান পদ্ধতি;

(গ) ইলেট্রনিক রেকর্ড তথ্য বা জারী করিবার এবং টাকা প্রদান করিবার পদ্ধতি ও নিয়ম;

(ঘ) ইলেট্রনিক স্বাক্ষরের ধরন সম্পর্কিত বিষয়বিদি নিষ্ঠাবর্ণনসহ, উভয় সংযুক্ত করিবার
পদ্ধতি এবং হুক;

(৬) নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সরকারী নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রণের যোগাযোগ, অভিজ্ঞতা এবং চাকুরীর শাখাবলী;

(৭) নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পালনীয় অন্যান্য মানদণ্ড;

(৮) কোন আবেদনকারী কর্তৃক অর্থাৎ পালনীয় নিয়মবলী;

(৯) লাইসেন্সের মেযাদ;

(১০) আবেদনপত্র দাখিলের হুক;

(১১) লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনপত্রের সহিত প্রদেয় ফিস;

(১২) লাইসেন্স আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত অন্যান্য দলিল;

(১৩) লাইসেন্স নবায়নের আবেদনপত্রের হুক এবং তজক্য প্রদেয় ফিস;

(১৪) ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনপত্রের হুক ও উহার প্রদেয় ফিস;

(১৫) সাইবার অধীনীয় ইন্টারনেটের চয়ারমান ও সদস্যপানের যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতা;

(১৬) আবাসীল দায়েরের পদ্ধতি;

(১৭) তদন্ত পরিচালনা পদ্ধতি;

(১৮) প্রায়নিয়ম এমন অন্যান্য বিষয়।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

৮৭। নিয়ন্ত্রক, সরকারের পূর্বানুমানকক্ষে এবং সরকারী গেজেট এবং তদত্তরিত প্রতিক্ষীভাবে ইলেকট্রনিক গেজেট প্রকাশন দ্বারা, মানুষের ও সংঘ্রিমায় অন্যান্য বিষয়সম্পর্ক নিউজর্নাল সকল বা যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের ডিস্ক্রিপশন রেকর্ড সংরক্ষিত উপাত্তভাড়ার সম্পর্কিত তথ্যগুলির বিবরণ;

(খ) নিয়ন্ত্রক কর্তৃক বিদেশী সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন সর্বাধিক প্রস্তুত শাখাবলী ও বাধা-নিষেধ;

(গ) লাইসেন্স মজুর করিবার শাখাবলী;

(ঘ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষ অনুসরণীয় অন্যান্য মানদণ্ড;

(ড) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত বিষয়ের প্রকাশনার পদ্ধতি; এবং

(চ) আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত বিবরণাদি।
ধারা ৯০। এই আইনের মূল পাঠ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় এবং ইংরেজিতে অনুদিত উহার একটি নিবন্ধন পাঠ ধারকীনেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

______________________________

১ উপাধিকা তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবল প্রতিষ্ঠিত।

২ উপ-ধারা (১) তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবল প্রতিষ্ঠিত।

৩ উপাধিকা তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবল প্রতিষ্ঠিত।

৪ ধারা ৪৮ দিজিটাল নিরপেক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ৬১ ধারাবল বিলুপ্ত।

৫ উপাধিকা তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবল প্রতিষ্ঠিত।

৬ ধারা ৫৫ দিজিটাল নিরপেক্ষ আইন, ২০১৯ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ৬১ ধারাবল বিলুপ্ত।

৭ উপাধিকা তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবল প্রতিষ্ঠিত।

৮ ধারা ৫৬ দিজিটাল নিরপেক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ৬১ ধারাবল বিলুপ্ত।

৯ উপাধিকা তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবল প্রতিষ্ঠিত।

১০ ধারা ৫৭ দিজিটাল নিরপেক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ৬১ ধারাবল বিলুপ্ত।

১১ “অন্যথায় কেন্দ্র এবং অনুমতি সাত বৎসর কারাদণ্ড” শব্দগুলি “ন্যায় দণ্ড বৎসর কারাদণ্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৫ ধারাবল প্রতিষ্ঠিত।

১২ উপাধিকা তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবল প্রতিষ্ঠিত।

১৩ ধারা ৬৪ দিজিটাল নিরপেক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ৬১ ধারাবল বিলুপ্ত।

১৪ “অধ্যায়” শব্দটি “এবং” শব্দটির পরিবর্তে তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৬ ধারাবল প্রতিষ্ঠিত।

১৫ “অধ্যায়” শব্দটি “এবং” শব্দটির পরিবর্তে তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৭ ধারাবল প্রতিষ্ঠিত।

১৬ উপ-ধারা (১ক) ও (১ম) তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৮(ক) ধারাবল সমর্থিত।

১৭ উপ-ধারা (২) তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৮(য) ধারাবল প্রতিষ্ঠিত।

১৮ “স্ক্রিপ্ট স্থান, ইত্যাদি” শব্দগুলির পরিবর্তে তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৯(ক) ধারাবল বিলুপ্ত।

১৯ “স্ক্রিপ্ট” শব্দটি তথা ও যোগাযোগ প্রস্তুতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৯(য) ধারাবল বিলুপ্ত।

______________________________

Copyright © 2010, Legislative and Parliamentary Affairs Division